লেনিনবাদীরা
জাল কমিউনিস্ট ইস্তাহার তৈরী করেছে

কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহারা রচনা করেছিল মার্কস ও এ্যাংগেলস ১৮৪৭ সালে। তা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৮ সালে। ১৮৫০ সালেই প্রকাশিত হয়েছিল এর ইংরেজী অনুবাদ। পরবর্তীতে আরো বহু ভাষার এটি অনুদিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টি অব সোভিয়েত ইউনিয়ন এর মালিকানাধীন প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, এর কর্তৃত্বে এটি বহু ভাষায় অনুদিত ও প্রকাশিত হয় । বাংলা ভাষায়ও ইস্তাহারখানি প্রগতি প্রকাশন, মস্কো প্রকাশ ও প্রচার করেছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যা লেনিনের সরাসরি হস্তক্ষেপে সৃষ্ট ও লেনিনবাদী নীতিতে গঠিত ও পরিচালিত সেই পার্টির বিভক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) এর প্রকাশনা সংস্থা- ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেডও ইস্তাহারখানি বাংলায় প্রকাশ করেছে, যা মুদ্রিত হয়েছে পার্টির পত্রিকা গণশক্তির প্রেস- গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা হতে।

অনুদিত ও প্রকাশিত কমিউনিস্ট ইস্তাহার অবিকৃতভাবে মুদ্রিত হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, যদি তা না হয়, বা অংশ বিশেষ বাদ দিয়ে বা যা ছিল না তা যুক্ত করা হয়, বা ভিন্ন অর্থ প্রকাশক শব্দ ব্যবহার করা হয়, বা আপতদৃশ্যে সমার্থক মনে হলেও কার্যত তা নয় বা ব্যবহারিক হেতুবাদে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও পার্থক্যহীনভাবে কোনো কোনো শব্দ ব্যবহার করা হয়, বা যে শব্দ দ্বারা যা বুঝানো হয়েছে, তা না বুঝানোর মতো শব্দ বিশেষ প্রয়োগ করা হয়, বা শব্দ ও বাক্যের ভিন্নার্থ প্রকাশক শব্দ ব্যবহার করা হয়, এবং সর্বোপরি যদি ইস্তাহারের মূল বক্তব্য, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ব্যাহত-বিঘ্নিত ও বিকৃত হয় এমন শব্দ বা শব্দরাজি উদ্দেশ্যমুলকভাবে ব্যবহার করা হয়, তবেতো অনুরূপ অনুদিত কমিউস্টি ইস্তাহারকে একটি ভুয়া-জাল ইস্তাহারে পরিণত করা হয়। শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ও ন্যশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- কমিউনিস্ট ইস্তাহারের অনুরূপ অনুবাদ করে জাল-ভুয়া ইস্তাহার মুদ্রণ ও প্রকাশ করেছে। অন্যায্য স্বার্থ ও অন্যায় সুবিধা লাভের অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের দুরভিসন্ধি ব্যতীত কেউ কখনো কোন ভুয়া-জাল দলিল সৃজন-সম্পাদন করে না ।

পুঁজির জন্মের পর হতেই পুঁজিবাদের বিনাশ ও তদস্থলে সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার চিন্তা-চেতনা, আশা-আকাংখা, ধারণা-কল্পনা,আলোচনা ও আন্দোলন ইত্যাদির জন্ম দিয়েছিল স্বয়ং পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। কিন্তু সাম্যবাদী আন্দোলনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, তত্ত্ব-সূত্র খুব একটা ছিল না। তবে, পণ্য উৎপন্নকারী ইউরোপীয় পুঁজিপতি শ্রেণী যখন পণ্যের বাজারজাতকরণের তাড়ায় সমগ্র দুনিয়াকে পণ্যের বাজারে পরিণত করতে গিয়ে তাদের উপনিবেশে পরিণত করে অতীতের স্বনির্ভর বা স্বয়ং সম্পূর্ণ ও স্থানীয় অর্থনীতিকে ভেংগে চুরমার করে গুড়িয়ে দিয়ে স্থানীয় নৃতাত্তিক জাতি বা ভাষা বা ধর্ম ভিত্তিক জাত-জাতি ইত্যাদিকে ক্রমান্বয়ে বিপন্ন-বিঘ্নিত ও তছনছ করে দুনিয়ার সকল জাতিকে আন্ত:নির্ভরতায় নির্ভরশীল করে সমগ্র দুনিয়ার সকল মানুষকে একটি পণ্য উৎপাদনী তথা পুঁজিবাদী অর্থনীতির আওতায় ও অধীনে নিয়ে এসে সমগ্র দুনিয়াকে পুঁজিবাদী ধাঁচে গড়ে নিয়েও পণ্য বিক্রির সংকটে নিপতিত হয়ে ব্যক্তিমালিকানা বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠলো তখনই সমগ্র দুনিয়ায় আধিপত্য

ও দখলদারিত্ব লাভ করা সত্ত্বেও পুঁজিবাদ মরণদশায় উপনীত হয়। ফলে, পুঁজির জন্ম-বৃত্তান্ত সমেত মরণদশার পরিণতি তথা সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পরিপূর্ণতা লাভ করলো; এবং যথারীতি শ্রমিক শ্রেণীর অকৃত্রিম বন্ধু মার্কস তার সহযোগি-বন্ধু এ্যাংগেলসের সহযোগে শ্রমিক শ্রেণীর কার্যত মানব জাতির মুক্তির সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান আবিস্কার-ব্যাখা ও বিশেষণ করলেন। এই বিজ্ঞানের মুল বিবরণ ও মৌল নীতি-সুত্র সম্বলিত পুস্তক হল কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার।

পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষা ও বিকাশের শর্তই হচ্ছে পুনরুৎপাদন ও নতুন নতুন উপরকরণ উৎপন্ন করা। এজন্য পুঁজিপতি শ্রেণীই যন্ত্র আবিস্কার ও উন্নয়ন সাধন করে। আর এ যন্ত্র ব্যবহারকারী শ্রমিক শ্রেণী প্রাকৃতিক সম্পদের উপর স্বীয় শ্রম প্রয়োগ করে উৎপন্ন করে পণ্য। প্রাকৃতিক সম্পদের নিজস্ব মুল্য নাই বটে কিন্তু যখনই তা পণ্যের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তখন তাতে যে পরিমাণ মোট সামাজিক শ্রম অংগীভূত হয় সেই পরিমাণ মুল্য সৃষ্টি হয় । পণ্য উৎপন্নে যে পরিমাণ সামাজিক শ্রম ব্যয়িত হয় সেই পরিমাণ দাম দিলে পুঁজিপতির ভাগে কোন অংশ থাকে না বলে শ্রমিকের শ্রম শক্তি উৎপন্নে সামাজিকভাবে যে পরিমাণ ব্যয় হয় শ্রম শক্তি ক্রয় বাবত পুঁজিপতি কেবলমাত্র সে পরিমাণ দাম মজুরি হিসাবে শ্রম শক্তির বিক্রেতা শ্রমিককে প্রদান করে । অত:পর, ক্রয়কৃত শ্রম শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদিত মুল্যের অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মুল্য পুঁজিপতি নিজেই ভোগ-দখল করে। অত:পর, এই উদ্বৃত্ত-মুল্য তথা পণ্যের অপরিশোধিত অংশ হচ্ছে পুঁজি। পুঁজিপতি মাত্রই পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষা ও বিকাশে তৎপর থাকাই পুঁজিবাদী ধর্ম। এ ধর্ম পালনে বাধ্য পুঁজিপতি শ্রেণী পুঁজির স্বার্থে পুনরুৎপাদনে বাধ্য। আর যতো বেশী উৎপাদন বা পুনরুৎপাদন ততোবেশী পুঁজি সৃষ্টি ও পুঞ্জীভূত হলেও পণ্য বিক্রি না হলে খোদ পুঁজি সংকটাপন্ন ও বিলীন হয়।

পুঁজি গঠনে পুঁজির এই স্ববিরোধী ও বৈরী চরিত্রজনিত কারণেই পুঁজিপতি শ্রেণী পণ্য উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করে একদিকে যেমন পুঁজির বিকাশ ঘটায় অপরদিকে অতিরিক্ত পণ্য উৎপন্ন করার হেতুবাদে বিক্রি সংকটে নিপতিত হয়ে মন্দায় আক্রান্ত হয়ে পুঁজিপতিদের কেউ কেউ দেউলিয়া হওয়ার মাধ্যমে পুঁজিবাদের বিকাশের শেষ সীমায় উপনীত হয়ে মরণ দশায় পড়েছিল প্রথমে ১৭৭০ সালে। তবে ইউরোপীয় বুর্জোয়া শ্রেণী ১৮১৫ সালে প্রথম বড় ধরণের মন্দায় নিপতিত হয়ে পুঁজিবাদী মালিকানার বিপরীতে সামাজিক মালিকানার অনুকুলে নানান চুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে সাময়িকভাবে রেহাই পাওযার চেষ্টা করে আরো নানামুখিন সমস্যা ও সংকটের জন্ম দিয়ে কার্যত পুঁজিবাদের মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে সামাজিক মালিকানার সমাজতন্ত্রের ভিত তৈরী করলো। অর্থাৎ পুঁজির লক্ষ্যে পণ্য উৎপন্নকারী ব্যক্তিমালিকানার নৈরাজ্যিক ব্যবস্থা দুরীকরণে একমাত্র পথ - সামাজিক শ্রমে উৎপন্ন পণ্যের ব্যক্তিমালিকানার স্থলে সামাজিক চাহিদামতো সামাজিক ব্যবহারোপযোগি সমগ্রী উৎপন্নে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সামাজিক মালিকানা তথা সাম্যবাদী সমাজের ভিত্তি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত হেতুবাদ পুঁজিবাদ নিজেই স্বীয় স্ববিরোধী চরিত্রজনিত কারণেই সৃষ্টি করেছে।

প্রচলিত সামাজিক সম্পর্কের সহিত উৎপাদনের উপকরণের বৈরীতা ও বিরোধীতায় শ্রেণী বিভক্ত সমাজ যেমন পরিবর্তিত হয়েছে, তেমন নতুন নতুন উৎপাদনী উপকরণ তার চরিত্রানুযায়ী ও উপযোগী নতুন সমাজ জন্ম দিয়েছে। সমাজ পরিবর্তনের এই

ঐতিহাসিক নিয়ম এবং উদ্বৃত্ত-মুল্য তত্ত্বের আবিস্কর্তা মার্কস জন্ম নিয়েছিলেন ১৮১৮ সালে তার সহযোগী এ্যাংগেলস ১৮২০ সালে। অত:পর, দুজনেই পুঁজিবাদের জন্ম-বিকাশ সম্পর্কে যেমন জেনেছেন, তেমন তারা পুঁজিবাদের বার্ধক্য ও মরণদশা দেখেছেন। মানবজাতির ইতিহাস অধ্যায়ন ও পরির্তনের নিময় উদ্ঘাটন এবং পুঁজিপতিদের পুঁজির গোপন রহস্য অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মুল্য আবিস্কার- ব্যাখ্যা ও সুত্রায়ন তথা সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান আবিস্কার এবং সমাজতান্ত্রিক বিজ্ঞানের কার্যকরতায় তথা উদ্বৃত্ত-মুল্যে হেতুবাদে পুঁজিবাদের পুন:পুন সংকটের পরিণতিতে- সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কার্যে আমৃত্যু নিয়োজিত ছিলেন এদুজন বিজ্ঞানী।

সুতরাং, পুঁজিবাদ, পুঁজিবাদের উত্থান, পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক বিপৰী ভূমিকা- পৃথিবীকে জয়-দখল ও একত্রিত করে স্বীয় দখলদারিত্বের কর্তৃত্বে ও আধিপত্যে সমগ্র দুনিয়ায় একটি একক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা; পুঁজিবাদের বিকাশ ও আধিপত্যের মূল চালিকা- উদ্বৃত্ত-মুল্য এবং উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাতের হেতুবাদে পুনরুৎপাদন, এবং পুনরুৎপাদনের হেতুবাদে অতি উৎপাদন ও অতি উৎপাদন জনিত নৈরাজ্যিক ব্যবস্থা, তথা মন্দা-সংকট হেতু পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যেকার কারো কারো দেউলিয়া হওয়া অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকানার পুঁজিবাদ নিজেই নিজের মালিকানা হরণ-ক্ষুন্ন ও বিপন্ন করার মাধ্যমে নিজেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বি ও প্রতিবন্ধক হওয়া; পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যাবতীয় উন্নয়ন-উন্নতি সত্ত্বেও, পুঁজির দ্বিমুখি তথা স্ববিরোধী চরিত্রজনিত কারণেই পুঁজিবাদের তথা ব্যক্তিমালিকানার অবসানের মাধ্যমে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সকল অনিয়ম-অনাচার, নৈরাজ্য-বিশৃংখলা, বৈষম্য-বৈরীতা ইত্যকার যাবতীয় অসামঞ্জস্যপুর্ণ অবস্থার অবসান ও নিরসনে কার্যকরী ও উপযুক্ত সামাজিক মালিকানার তথা সকলের মালিকানার সামাজিক অবস্থা; এবং ব্যক্তিমালিকানা রক্ষায় আবশ্যক ও অপরিহার্য আইন, বিধি-বিধান, ও তৎনিমিত্তে পুলিশ- সেনাবাহিনী, কোর্ট-কয়েদখানা ইত্যকার বিষয়াদি সহ রাষ্ট্র, সামাজিক মালিকানায় অপ্রয়োজনীয়, অনাবশ্যক বিধায় পুঁজিবাদ প্রতিস্থাপনে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনীতি ও রাষ্ট্র বিলীন ও বিলুপ্ত হবে। অত:পর, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনীতিজীবীতা ও রাষ্ট্রজীবীতা তথা পরজীবীতার সুযোগ নাই বিধায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেকেই শ্রমজীবী। সুতরাং, **সমাজতন্ত্রে কেউ নয় মালিক বা শ্রমিক, সকলেই মানুষ এবং জাত-জাতি, বর্ণ-গোত্র বা লিংগ নয় সকলের একমাত্র পরিচয়-মানুষ।**

অত:পর, ব্যক্তিমালিকানাহীন, শ্রেণীহীন, রাষ্ট্রহীন, অনিশ্চয়তা ও দুশ্চিন্তামুক্ত , বৈরীতা ও শত্রুতামুক্ত এবং ভয়-ভীতিহীন প্রত্যেক মানুষের পারস্পারিক সহযোগিতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সকলের তথা সামাজিক মালিকানার সমাজ যেহেতু বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্থলে একটি বৈশ্বিক সমাজ সেহেতু সমাজতান্ত্রিক সমাজও বৈশ্বিকভাবে সমন্বিত ও পরিচালিত হবে বৈশ্বিকভাবে, এবং সেজন্য প্রচলিত রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার বিপরীতে ও স্থলে সমাজতান্ত্রিক সমাজ সমষ্টিগতভাবে পরিচালনায় বিশ্বের সকল মানুষের সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে একটি বিশ্ব জনসমিতি। অর্থাৎ- সমাজতন্ত্রে শ্রম বেচা-কেনা সহ কোনো ধরণের বেচা-কেনা নাই, তাই বেচা-কেনার সুযোগ-সুবিধা বা অসুবিধা দেখা-শুনা বা কার্যকারণ ও দুরীকরণের জন্য কোনো স্থায়ী আমলাতন্ত্র সমাজতন্ত্রে অচিন্তনীয়। ফলে- সমাজতন্ত্রে প্রতিটি মানুষ-মুক্ত

ও স্বাধীন। প্রত্যেকেই সমাজের সমান মর্যদাপূর্ণ সদস্য ও অংশীদার বলে মানুষের সাথে মানুষের কোন প্রকার বৈষম্য সমাজতন্ত্রে অবান্তর। পুঁজিবাদই, প্রাচুর্যের জন্ম দিয়ে প্রাচুর্যের অতি পাবনে নিমজ্জিত হয়ে বিদায় নেওয়ার ব্যবস্থা করছে,তাই প্রাচুর্যের নৈরাজ্যিক দুরাবস্থা নিরসনের সমাজতন্ত্রে দারিদ্র অকল্পনীয়। ব্যক্তিমালিকানাই যেহেতু হত্যা-খুন, হিংস্রতা ইত্যকার যাবতীয় কদাকর-ঘৃণ্য দুস্কর্মাদির হেতুবাদ এবং এসব দুস্কর্ম সংঘটনে সৃষ্ট মারণাস্ত্র সহ নানান অস্রপাতি ও তা ব্যবহারের নানান বাহিনী- ব্যক্তিমালিকানা অবসানের সাথে সাথেই ও অনাবশ্যকতায় ও উপযোহীনতায় নিজ গুণেই বিদায় নিবে সেহেতু সমাজতন্ত্রে হত্যা-খুন বা এজাতীয় দুস্কর্ম কেবলই ইতিহাসের উপদান ও ঐতিহাসিক বস্তু বৈ কেবল অপ্রয়োজনীয় নয়, অচিন্তনীয়ও বটে।

কাজেই, পণ্য উৎপন্নের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পুঁজি ও পণ্যের স্ববিরোধী চরিত্রজনিত কারণেরই স্বীয় স্ব-বিরোধীতার অবসান ঘটাতে খোদ পুঁজিবাদী সমাজের অবসান ঘটিয়ে জন্ম দিবে-সমাজতন্ত্র। আর পণ্য, মুল্য ও উদ্বৃত্ত-মুল্য তথা পুঁজি উৎপন্নকারী শ্রমিক শ্রেণী যেহেতু ব্যক্তিমালিকানাহীন সেহেতু সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠায়-পুঁজির ব্যক্তিমালিকানা বিলোপ-বিনাশে শ্রমিক শ্রেণীই একমাত্র বিপৰী বা সমাজ পরির্তনকারী শ্রেণী। এমনকি, কারিগর, ছোট দোকানদার, কৃষক ইত্যাদি যেহেতু মধ্য শ্রেণীর ভগ্নাংশ হিসাবে ব্যক্তিমালিকানার অংশীদার, পক্ষীয় ও তা রক্ষায় সচেষ্ট সেহেতু তারাও সমাজ পরিবর্তনে অযোগ্য বিধায় ব্যক্তিমালিকানার অবসানে ক্রিয়ারত **কমিউনিস্ট পার্টি কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি।**

অত:পর, কমিউনিস্ট পার্টির করণীয় হচ্ছে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত করা এবং দুনিয়ার যেখানেই বিপৰী আন্দোলন গড়ে উঠুক সেখানেই ব্যক্তিমালিকানা বিনাশের দাবীকে সর্বাগ্রে স্থান ও উত্থাপন করে সকল স্থানের সকল বিপৰী আন্দোলনকে সম্পর্কিত সমন্বিত, বৈশ্বিকীকরণ ও সাফল্যের পথে এগিয়ে নেওয়া । সেজন্য কমিউনিস্টদের একটি কমিউনিস্ট বিপৰ সংঘটনই দায়িত্ব-কর্তব্য। এমনসব তথ্য-তত্ত্ব ও মৌল নীতিমালা তথা পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র বিষয়ে মুল বিবরণ বিবৃত হয়েছে কমিউনিস্ট ইস্তাহার-এ। অর্থাৎ অনিশ্চয়তার নিশ্চিতিপূর্ণ পুঁজিবাদের পূর্বাপর সার্বিক অবস্থা ও স্থায়ী অশান্তির পুঁজিবাদের স্থলে স্থায়ী শান্তি ও নিশ্চিতির সাম্যবাদী সমাজের ভিত্তি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকারী শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির-করণীয় ইত্যকার মুল সূত্র সম্বলিত সনদপত্র হচ্ছে কমিউনিস্ট ইস্তাহার। অনুরূপ সনদ বাস্তবায়নকারী পার্টি হচ্ছে বৈশ্বিক, এবং সমাজতান্ত্রিক বিপৰের পরিসীমা হচ্ছে বৈশ্বিক। কাজেই, কমিউনিস্ট ইস্তাহার রচিত ও প্রকাশিত হওয়ার পর যারাই কমিউনিস্ট আন্দোলন সংগঠিত করবেন তারা ইস্তাহারের বক্তব্য- ভুল বা অসত্য বা অবৈজ্ঞানিক প্রমাণ করতে না পারলে মার্কসদের লিখিত কমিউনিস্ট ইস্তাহার মুলেই সমাজ বিপৰের ক্রিয়াদি সম্পাদান ও সম্পূর্ণ করবেন, এমনটাই স্বাভাবিক।

লেনিন ও লেনিনবাদীরা দাবী করলেন, তারাই দুনিয়ায় প্রথম কমিউনিস্ট ইস্তাহার বাস্ত বায়ন ও কার্যকর করেছে। যদিচ, সমাজতন্ত্র কোনো রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা নয়। তবু রাষ্ট্রিক পুঁজিবাদী ব্যস্থা প্রতিষ্ঠা করে তাকেই প্রতারণামুলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা দিয়ে সেনা-পুলিশ, আমলাতন্ত্র ও রাজনীতিজীবী ইত্যকার বিশাল পরজীবী গোষ্ঠীর

তাবৎ ভরণ-পোষণ ও বিলাস-ব্যাসনের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব শ্রমিক শ্রেণীর উপর চাপিয়ে দিয়ে, এমনকি মজুরিবিহীন শ্রমও রাষ্ট্রিয় কর্তৃত্বে আত্মসাৎ করার যাবতীয় বিধি-ব্যবস্থা চালু ও কার্যকরী করেছিল লেনিন-ট্রটস্কি, ষ্ট্যালিন- ক্রুশ্চেভ, মাও-হোচিমিন, কিম- ফিদেল প্রমুখ লেনিনবাদীরা । তাই , সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় একমাত্র যোগ্য-উপযুক্ত শ্রেণী- শ্রমিকশ্রেণী সহ দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষকে ধোঁকা-ফাঁকি দেওয়ার জন্য কমিউনিস্ট ইস্তাহার জাল না করে উপায় ছিল না বলেই বাংলায় অনুদিত ও প্রকাশিত ইস্তাহার জাল করেছে লেনিনবাদীরা। অত:পর, নিম্নে তদ্বিষয়ে কয়েকটি নজির উলেখ করা হলো:-

(ক) কমিউনিস্ট ইস্তাহারের বিবরণে -ব্যক্তির অংশ গ্রহণে পুঁজি গঠিত হলেও তা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত নয়, একটা সামাজিক শক্তি । কিন্তু অনুদিত ইস্তাহারে বিবৃত এই :" " পুঁজি তাই ব্যক্তিগত নয়, একটা সামাজিক শক্তি।" কিন্তু এই বাক্যের ইংরেজী ভার্ষাণ এই: -" Capital is therefore not only personal; it is a social power." অসৎ উদ্দেশ্য ও দুরভিসন্ধি না থাকলে এই বাক্যের অনুবাদে মস্কোর পন্ডিত প্রবরগণ- "only" শব্দটি বাদ দিতে পারতেন, না কি তারা এই ছোট্ট অথচ এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ শব্দটির বংগানুবাদ জানেন না ?

(খ) কমিউনিস্ট ইস্তাহারের ইংরেজী ভার্ষাণে বর্ণিত এই: " Constant revolutionizing of production, uninterrupted disturbance of all social conditions, everlasting uncertainty and agitation distinguish the bourgeoise epoch from all earlier ones." অর্থাৎ - " উৎপাদনের অবিরত বৈপবিকীকরণ, সমস্ত সামাজিক অবস্থার অবিরাম বিশৃংখলা, চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা- আগেকার সবগুলো থেকে বুর্জোয়া যুগকে পৃথক করেছে।" কিন্তু, প্রগতির অনুবাদে এই: " আগেকার সকল যুগ থেকে বুর্জোয়া যুগের বৈশিষ্ট্যই হল উৎপাদনে অবিরাম বৈপবিক পরিবর্তন, সমস্ত সামাজিক অবস্থার অনবরত নড়চড়, চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা এবং আলোড়ন।" 'বিশৃংখলা' ও 'নড়চড়' যেমন সমার্থক নয়, তেমন 'অস্থিরতা' ও 'আলোড়ন 'ও সমবোধার্থক শব্দ নয়।

(গ) ইংরেজী ভার্ষাণের ইস্তাহারে বর্ণিত এই: " The proletariat of each country, of course, first of all settle matters with its own bourgeoisie." বংগানুবাদে- " প্রত্যেক দেশের প্রলেতারিয়েতকে অবশ্যই সর্বাগ্রে বিষয়াদি মিটাতে হবে তার নিজ বুর্জোয়াদের সাথে।" এখানে প্রলেতারিয়েতের দেশ নয়, বা প্রলেতালীয়েতের নিজ দেশীয় বুর্জোয়াও নয়, বরং খুবই পরিস্কার করে বলা হয়েছে - " প্রত্যেক দেশের প্রলেতারিয়েত" ও " নিজ বুর্জোয়াদের"সাথেই অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণী যে যেখানে বা যেদেশে শ্রম শক্তি বিক্রয় করতে গিয়ে , যে পুঁজিপতি কর্তৃক শোষিত হয় সেই বুর্জোয়ার সহিতই বিরোধ-বৈরীতার শত্রুতামূলক সম্পর্কাধীন বলেই প্রত্যেক শ্রম শক্তি বিক্রেতা- তার শ্রম শক্তির ক্রেতার সহিত সর্বাগ্রে দেনা-পাওনার হিসাব মেটাবে। তদার্থে প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের রুপ ও প্রকৃতি বিষয়ে কমিউনিস্ট ইস্তাহারেই বর্ণিত হয়েছে যে, এটি আকারের দিক থেকে জাতীয় হলেও মর্মবস্তুতে তা নয় অর্থাৎ জাতীয় নয় বৈশ্বিক বা আন্তর্জাতিক। কিন্তু, মস্কোর বাংলা ইস্তাহারে বর্ণিত এই: " প্রত্যেক দেশের প্রলেতারিয়েতকে অবশ্যই সর্বাগ্রে হিসাব মেটাতে হবে

নিজেদের দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর সংগে।" যদিচ, ইংরেজী ভার্ষাণে- প্রলেতারীয়েতের " Own country" or " bourgeoisie of own country" বলে কোনো শব্দ বা শব্দরাজি নাই।

(ঘ) পুঁজিবাদী সমাজের সৃষ্ট দেশ-জাতিহীন শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য-মুক্তির প্রথম সুত্র - " দুনিয়ার মজুর এক হও " বিবৃত হয়েছে কমিউনিস্ট ইস্তাহারে । অথচ, দেশ-জাতিকে গুঁড়িয়ে দিয়ে পুঁজিবাদের সুবিধাভোগী বিশ্বজয়ী ও বিশ্ব দখলকারী পুঁজিপতি শ্রেণীই দেশ-জাতি তুলে দেওয়ার মেকি অভিযোগ শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের রক্ষক-সংরক্ষক ও পাহাদার এবং শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির অগ্রদুত কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে উত্থাপন করায় তার জবাবে এবং শ্রমিক শ্রেণী ও তাদের সমাজ- সমাজতন্ত্রের বৈশ্বিক অবস্থাকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত ও শনাক্তকরণে ইস্তাহারের ইংরেজী ভার্ষণে বর্ণিত এই: "The Communists are further reproached with desiring to abolish countries and nationality. The workers have no country. We can not take from them what they have not got. " অর্থাৎ -" জাতীয়তা ও দেশগুলো বিলোপ করতে চায় বলে কমিউনিস্টরা আরো নিন্দিত হয়। শ্রমিকের কোন দেশ নাই। তারা যা পায়নি তা আমরা তাদের নিকট হতে কেড়ে নিতে পারি না।" কিন্তু লেনিনবাদীরা তাদের তথাকথিত জাতীয় মুক্তি বা নিপীড়িত বুর্জোয়ার সেবা করার ফতোয়াদি জায়েজ করার বদমতলবে শ্রেণী মুক্তির প্রথম সুত্রটিকে কার্যত ও প্রকৃতই অস্বীকার ও অকার্যকর এবং গরুত্বহীন করার হীন উদ্দেশ্যে অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীকে দেশ-জাতির গন্ডির মধ্যে বন্দী-আবদ্ধ করার অপকৌশল হিসাবেই মস্কোর বাংলা ইস্তাহারে বর্ণিত এই: "কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ যে, তারা স্বদেশ ও স্বজাতিত্ব তুলে দিতে চায়। মেহনতি মানুষের কোনো দেশ নাই। তাদের যা নেই তা আমরা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারি না।"

এবং কলকাতা হতে প্রকাশিত বাংলা ইস্তাহারে বর্ণিত এই: " কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আরও নিন্দা যে, তারা চায় স্বদেশ ও জাতিসত্তার বিলোপ। শ্রমজীবী মানুষের দেশ নেই। তারা যা পায়নি, তা আমরা কেড়ে নিতে পারি না। "

অত:পর, প্রথম লাইনের সাথে ২য় লাইনের সুস্পষ্ট পার্থক্য ও বৈরীতাপুর্ণ ভুল অনুবাদে লেনিনবাদীরা কেউ বললো " স্বদেশ ও স্বজাতিত্ব" আবার কেউ বললো- " স্বদেশ ও জাতি সত্ত্বার" বিলোপ করতে চায় নাকি কমিউনিস্টরা! কিন্তু "own nationality" or " own country" শব্দগুলো মার্কসদের লিখিত ইস্তাহারে না থাকলেও লেনিনবাদীরা মার্কসদের মুখে তা বসিয়ে দিতে পারলেন বটে, পুঁজির সেবক- লেনিনবাদী প্রতারক বলেই ।

(ঙ) সমাজ বিকাশের নিয়ম-সূত্র সমেত তদ্বিষয়ে বুর্জোয়াদের ভন্ডামি সুনির্দিষ্টকরণে বুর্জোয়াদের সম্পর্কে ইস্তাহারের ইংরেজী ভার্ষাণে বর্ণিত এই: " The selfish misconception that induces you to transform into eternal laws of nature and of reason the social forms stringing from your present mode of production and form of property- historical relations that rise and disappear in the progress of production- this

misconception you share with every rulling class that has preceded you. What you see clearly in the case of ancient property, what you admit in the case of feudal property, you are of course forbidden to admit in the case of your own bourgeois form of property.” মস্কোর বাংলা অনুবাদে স্পষ্টতা ও জলিটলতা থাকলেও কলকাতার অনুবাদে – “What you see clearly in the case of ancient property, what you admit in the case of feudal property, you are of course forbidden to admit in the case of your own bourgeois form of property.” এই বাক্যটি স্থান পায়নি। ভারতীয় পুঁজির সেবায় আত্ম নিয়োগকারী সি.পি.আই (এম) এই বাক্যটিকে নিজেদের উদরপূর্তিতে উদরস্ত করে একদম হাফিস করে দিয়েছে।

(চ) জাতিগত বৈরীতার অবসান ; এবং শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির প্রথম শর্ত, ইত্যকার বিষয়ে ইস্তাহারের ইংরেজী ভার্ষাণে বর্ণিত এই: “National differences and antagonism between peoples are daily more and more vanishing, owing to the development of the bourgeoisie, to freedom of commerce, to the world market, to uniformity in the mood of production and in the conditions of life corresponding thereto.The supremacy of the proletariat will cause them to vanish still faster. United action of the leading civilized countries at least is one of the first conditions for the emancipation of the proletariat.”

বাংলা অনুবাদে এই : “বুর্জোয়াদের পরিপূর্ণত্ব, বাণিজ্যের স্বাধীনতা, বিশ্ব-বাজার, উৎপাদনী ভাবে সমরূপতা, এবং অধিকন্ত এর সাথে সংগতিপূর্ণ জীবনের শর্তাবলীর কারণে জনগণের মাঝে জাতিগত পার্থক্য ও বিরোধীতা নিত্যই অধিক হতে অধিকতর হারে লোপ পাচ্ছে। প্রলেতারিয়েতের আধিপত্য সেগুলির আরো দ্রুত অবসানের কারণ হবে । প্রলেতারিয়েতের মুক্তির শর্তসমূহের প্রথমটি হচ্ছে অন্যূন নেতৃস্থানীয় সভ্য দেশগুলির সম্মিলিত ক্রিয়া।” কিন্তু, সংকটাপন্ন জর্মান পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বপক্ষে ও সহযোগিতায় রাশিয়ার ক্ষমতা দখলকারী লেনিন-ট্রটস্কি ও ষ্ট্যালিনরা তথাকথিত জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকার ও জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় সৃষ্ট রুশ বলশেভিক পার্টির ক্ষমতা দখলকে বৈধতা প্রদান ও তাদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বব্যাপী চালিয়ে দিয়ে কার্যত বলশেভিক পার্টির বিশ্ব জয়ের হাতিয়ার হিসাবে কথিত ৩য় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা করে ইস্তাহারের উপরোদ্ধৃত বক্তব্যাংশকে বিকৃতভাবে উপস্থান না করলে যে, নিজেদের জাল-জুয়াচুরি ফাঁস হয়ে যাবে। তাই, এই প্যারার মস্কোর অনুবাদ এই: " বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ, বাণিজ্যের স্বাধীনতা, জগৎজোড়া বাজার, উৎপাদন-পদ্ধতি এবং তার অনুগামী জীবনযাত্রার ধরনে একটা সর্বজনীন ভাব- এই সবের জন্যই জাতিগত পার্থক্য ও জাতি-বিরোধ দিনের পর দিন ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে। প্রলেতারিয়েতের আধিপত্য সেগুলির আরো দ্রুত অবসানের কারণ হবে। প্রলেতারিয়েতের মুক্তির অন্যতম প্রধান শর্তই হল মিলিত প্রচেষ্টা, অন্তত অগ্রণী দেশগুলির মিলিত প্রচেষ্টা।"

"অন্যতম প্রধান" আর " প্রথম" যে একার্থ প্রকাশক শব্দ নয়, তাতো শিশুও বুঝে। কিন্তু বুঝে না কেবল লেনিনবাদী ভন্ডরা। কথিত ৩য় আন্তর্জাতিকের তত্ত্বাবধানে ও খোদ লেনিনের কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বড় ঘরনার উত্তরসুরি সি.পি.আই, (এম) এর তো তেমন কোন ৩য় বা চতুর্থ আন্তর্জাতিক নাই। তাছাড়া ভারততো নেতৃস্থানীয় সভ্যদেশগুলির কাতারভুক্তও নয়। তাইতো কমিউনিস্ট পার্টির আবরণে ভারতীয় বুর্জোয়া কার্যত বিশ্ব পুঁজিবাদের সেবা করতে হলে ইস্তাহারের অমন " প্রথম শর্ত" ইত্যাদি কবুল করার অবকাশ থকে না। তাইতো কলকলাতার বাংলা ইস্ত াহারে- "United action of the leading civilized countries at least is one of the first conditions for the emancipation of the proletariat." বাক্যটি একদম বিবৃত হয়নি। অথবা, এটি বিবৃত হলে কমিউনিস্ট পার্টি যে দেশ বা রাষ্ট্র ভিত্তিক নয়, বরং বৈশ্বিক এবং সমাজতান্ত্রিক বিপৰ বৈশ্বিক পরিসীমাভুক্ত হলেও শুরুতে নেতৃস্থানীয় সভ্য দেশগুলির সম্মিলিত ক্রিয়া ছাড়া তা সম্ভব নয়, তা যদি সুস্পষ্ট ও নিশ্চিত হয়, তবে আর সি.পি.আই, (এম) এর আশ্যকতা বা কার্যকরতা থাকে কি? তইতো মোগল ডাইনেস্টী সহ ভারতীয় রাজন্যকুলের ভক্ত অনুরাগী লেনিনবাদী সি.পি.আই, (এম) কমিউনিস্ট পার্টি না হয়েও " কমিউনিস্ট পার্টির" ভান- ভনিতার চাতুর্যময় চাতুরী ও ছলনা বজায় রাখার জন্য কমিউনিস্ট ইস্ত াহারের অংশ বিশেষের অনুরূপ গুম-খুনের অপকৌশল গ্রহণ করা ছাড়া গত্যান্তর কি?

(ছ) কমিউনিস্ট ইস্তাহারের মতো কোনো ঐতিহাসিক সনদ নয়, যেকোন দলিল বিশেষে যা যা যে ভাবে বিবৃত থাকে তা তা যথাযথভাবে বিবৃত না করাটা সন্দেহাতীতভাবে জাল-জালিয়াতি বলে ন্যায্যত-ন্যায়ত স্বীকৃত ও গণ্য। উপরন্ত যদি জেনে-বুঝে , নিজেদের বদ মতলব হাসিলের বদখেয়ালে দলিল বিশেষের একটি ছোট্ট শব্দও কেউ গোপন করে ঐটিকে মুল বা খাস দলিল হিসাবে বাজারজাত করে তবে সে বা তারা জালিয়াত-জুচ্চুর ও প্রতারক না হয়ে পারে না। “ কেবলমাত্র” , “ এক” বা ”একটি” , “ একাকী” এ শব্দগুলো যদিচ খুবই ছোট্ট তবু খুবই গুরুত্ববাহী। অথচ, মস্কো ও কলকাতার বাংলা ইস্তাহারে এরকম গুরুত্বপুর্ণ অথচ ছোট্ট শব্দগুলিকে বেদড়ক কমিউনিস্ট ইস্তাহার হতে বাদ দেওয়া হয়েছে।

কমিউনিস্ট ইস্তাহার নিয়ে রুশ বা ভারতের লেনিনবাদীরা যে সকল জাল-জালিয়াতি করেছে তা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার অবকাশ এই নিবন্ধে নাই। তবে, একটি ” কেবলমাত্র” শব্দের ইচ্ছাকৃত বর্জন বা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে একটি বাক্য বিশেষ বাদ বা বিকৃতি সাধনও যেহেতু জাল-জালিয়াতির কাতারভুক্ত সেহেতু অত্র নিবন্ধে উলেখিত ৭ টি বিষয় উপস্থাপন করার পরও লেনিনবাদীররা লেনিন-মাও, হোচিমিন প্রমুখকে জালিয়াত-ভন্ড বা প্রতারক না বলে বা লেনিনবাদী রাজনীতিকে পরিহার ও পরিত্যাগ না করে নিজেদেরকে কমিউনিস্ট দাবী করবেন?

সুতরাং, উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা এটি নিশ্চিত হয়েছে যে, ১৮৪৭ সালে মার্কস - এ্যাংগেলস যে কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার রচনা করেছিলেন, মস্কো ও কলকাতা হতে বাংলায় অনুদিত কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার তা নয়। এটি একটি ভুয়া-জাল ইস্তাহার ।

শাহ আলম

ঢাকা, জুলাই, ২০১১।